অবহেলিত

মৈনাক রায়

আমরা বিদ্রোহী কবির একটি কথা জানি যে ''এ বিশ্বে যা কিছু চির কল্যানকর / অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর''।

তবে হ্যাঁ পুং লিঙ্গ বা স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে ও আরেকটি লিঙ্গের অস্থি ত্বআছে যারা হলো তৃতীয় লিঙ্গ। ভারতবর্ষ সহ দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলিতে এরা হিজরা নামেই বহুল পরিচিত। ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ সংখ্যাটা কম হলেও নেহাত নগন্য নয়।

ওদের জীবনধারা আমাদের সাধারন মানুষের চিরাচরিত জীবনধারা থেকে ভিন্ন। তাদের জন্ম আমাদের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে হলেও শুধুমাত্র শারিরিক ভিন্নতার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ওরা নিজেদের পরিবার এমনকি নিজের মা-বাবা থেকে ও হয় ত্যাজ্য যা সত্যি সুস্থ সমাজব্যবস্থার জন্য লজ্জার হেতু। এইসব সমস্যার পরিপূরক হিসাবে ওরা নিজেদের একতাকে সর্বদা অক্ষুন্ন রাখে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে হিজরাদের একজন কর্নধার থাকেন যিনি গুর-মা বলে পরিচিত এই সংগঠনগুলি মূলত উনি পরিচালনা করেন এরা মূলত নিজেদের উদরপূর্ত্তির জন্য গান-বাজনা, ভিক্ষা-বৃত্তি ও বেশ্যাবৃত্তিকে বেছে নেয়।

প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যগুলিতে তৃতীয় লিঙ্গের উল্লেখ আছে যেমন মহাভারতের শিখন্ডী চরিত্র একটি উদাহরন তাছাড়া 'শ্রীবৎস্যের ''কামসূত্র'' পুস্তকেও এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, সর্বকাল থেকেই এই জাতি বিশেষ কৌতুহলের উৎস কখনো বা ভরের ভিত্তি। কিন্তু বাস্তবে ওরা ও আমাদের মতো রক্ত - মাংসের মানুষ শুধুমাত্র ওদের শারিরিক ভিন্নতার জন্য ওরা অবহেলিত নিপীড়িত যা সভ্যতার জন্য লজ্জাজনক সত্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কিছু হিজরা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্টান হিজরাদের তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদা প্রদানের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রধান ন্যায়ালয় ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে হিজরাদের তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদা প্রদান করে যা সত্যি ন্যায় ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে আরও দূর করে। হিজরাদের মধ্যেও এমন কিছু বিকল্প ব্যক্তিত্ব ও আছেন যারা নিজেদের অসীম উদ্যমের মধ্য দিয়ে নিজেকে স্ব-প্রতিষ্টিত করেছেন যেমন শরনম্ব বানু হলেন প্রথম হিজরা যিনি মধ্যপ্রদেশ থেকে মনোনিত রাজ্যসভার সাংসদ। এ. রেবতী যিনি তার পুস্তক ''আমার জীবনের সত্য'' লিখে অনেক পরিচিতি পেয়েছেন। এরা সকলের কাছে অনুপ্রেরনার বিশেষ উৎস।

সকল যুগেই হিজরারা অবহেলার পাত্র যতই আইন এদের সমমর্যাদা দিক না কেন বাস্তবে এখনো তারা অনেকটাই নিপিড়িত। সরকার ও এদের জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করে নি, যে সমাজ সভ্যতার সৃষ্টির পর অনেক যুগ কেটে গেছে কিন্তু আজ অব্দি নারী পুরুষদের সম-মর্যাদা স্থাপিত হয়নি সেখানে তৃতীয় লিঙ্গের সম-মর্যাদার দাবী শুধু একটি কৌতুক মাত্র। সমাজ ব্যবস্থার এই অসাম্যতার জন্য এরা আজ শিক্ষাগত দিক দিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে, মানব হলেও ওরা মানব অধিকার ভোগ করতে পারে না, ইহাই আবহমান সত্য।

বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থাগুলি এই অন্ধকারের মধ্যে ও কিছু আলোর সঞ্চার করছে যা সত্যি একটি ভালো লক্ষন। ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ সবকিছুর উপর গিয়ে মানুষকে বিবেচনা করাই আসল মানবতা।

****

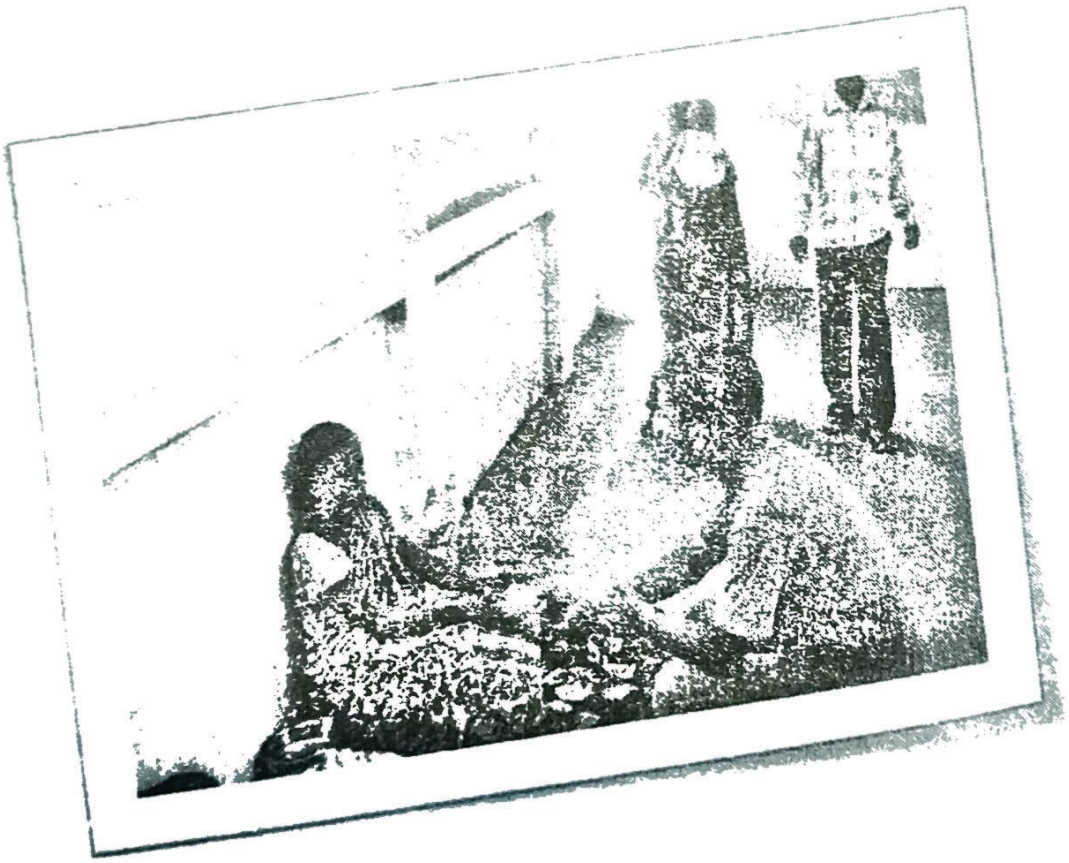

Growing Seed Distributing
food among the patient of Dharmanagar Hospital